কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাস ও মাদক থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক

শিক্ষার্থীরা যাতে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদকের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। গতকাল সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ উদ্বোধন ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ২

সন্ত্রাস ও মাদক থেকে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম উন্নত করার জন্য শিশুদের মিডডে মিল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সমাজের সামর্থ্যবান বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, শিক্ষক-অভিভাবকরা এগিয়ে এলে আমাদের আর কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না।' তিনি বলেন, 'নিজেদের উদ্যোগেই বাচ্চাদের টিফিন তৈরি করে খাওয়ানো যায়। অতীতে এভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলত।' শিশুদের স্কুলে চলমান মিডডে টিফিনের মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন এমপি। স্বাগত বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালেদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের ক্রেস্ট তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধানমন্ত্রী ১০৬ জন প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৬ বিজয়ী শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিদ্যানুরাগীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।'

শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকতা মহান পেশা। তাঁদের সম্মান অনেক ওপরে। এখনো আমি আমার শিক্ষকদের যেখানে পাই সম্মান জানাই।' তিনি বলেন, "জাতির পিতা প্রায়ই বলতেন—'সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই'। আপনারা হচ্ছেন সেই মানুষ গড়ার কারিগর। আপনারা পারেন নীতি ও মূল্যবোধের চর্চা শিখিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। ভালো-মন্দ কিংবা ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার জ্ঞান এবং দেশাত্মবোধের শিক্ষা দেওয়া আপনাদের দায়িত্ব। তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের আপন করে নেওয়ার শিক্ষাও আমি আশা করি শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের দেবেন।"

অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্জিত পদক আগামী দিনে 'সোনার মানুষ' হিসেবে গড়ে ওঠার উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০৬ জনকে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৫'-তে ভূষিত করেন। পুরস্কার বিজয়ী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্রেস্ট, সনদপত্র ও উপহারের চেক তুলে দেন।

পুরস্কার বিজয়ীরা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন (কুষ্টিয়া), শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান (বিয়ানীবাজার, সিলেট), শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ড. রহিমা খাতুন (সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী), শ্রেষ্ঠ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুস সালাম (পাবনা), শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট মো. জয়নাল আবেদীন (কুমিল্লা পিটিআই), শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো আহিদুল ইসলাম (ডুমুরিয়া, খুলনা), শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর যুথিকা রানী দাস (দিনাজপুর পিটিআই), শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আব্দুর রহিম (কালিয়াকৈর, গাজীপুর), শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর মোস্তাফিজুর রহমান (চারঘাট ইউআরসি, রাজশাহী), শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মেজর শিরীন আক্তার (পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী), শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল হক (মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ), শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-প্রাথমিক বিদ্যালয় মো. সিদ্দিকুর রহমান (পূর্ব চড়কগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরগুনা সদর, বরগুনা), শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকা তাসলিম চৌধুরী (মৌলভীবাজার সদর) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্র : বাসস।